সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ১৮১
WEEKLY BOOKLET: 181

بسم الله শরীফের বরকত

- কাফনে লিখার নিয়ম
- জিন থেকে মালামাল রক্ষার পদ্ধতি
- "بِسْمِ الله" সম্পর্কে কয়েকটি শরয়ী মাসআলা
- "بِسْمِ الله" বলা কখন কুফরী?

এই পুস্তিকা শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه লিখিত কিতাব "মাদানী পাঞ্জেসূরা" ও কিছু নতুন বিষয়বস্তু পরিবর্ধন সহকারে সংকলন করা হয়েছে।

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

بِسۡمِ اللّٰہ শরীফের বরকত

আত্তারের দোয়া: হে **মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **এর প্রতিপালক**! যে ব্যক্তি এই "**بِسۡمِ اللّٰہ শরীফের বরকত**" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে যেখানে পাঠ করা নিষেধ নয় এরূপ প্রত্যেক কাজের পূর্বে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ পাঠ করার সৌভাগ্য দান করো এবং তাঁর প্রতি স্থায়ীভাবে সন্তুষ্ট হয়ে যাও আর তাঁকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করলো, **আল্লাহ পাক** তার উভয় চোখের মধ্যখানে লিখে দেন যে, এই ব্যক্তি নিফাক তথা কপটতা এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত আর তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখবেন।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/২৫৩, হাদীস ১৭২৯৮)

মুশকিলে উন কি হাল হোয়ে, কিসমতেঁ উন কি খুল গেয়ে
ভিরদ জিনহোঁ নে কর লিয়া صَلِّ عَلٰی مُحَمَّد

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আযাব থেকে নিরাপত্তার ঘটনা

হানাফী মাযহাবের ফিকাহের বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ কিতাব **"দুররে মুখতার"** এ রয়েছে: এক ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে এ অসিয়ত করলো যে, ইন্তিকালের পর আমার বুকে ও কপালে بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ লিখে দিবে। অতএব এমনই করা হলো। অতঃপর কেউ স্বপ্নে সেই ব্যক্তিকে দেখে অবস্থা জানতে চাইলো। সে বললো: যখন আমাকে কবরে রাখা হলো, তখন আযাবের ফিরিশতাগণ আসলো, যখন আমার কপালে بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ লিখা দেখলো তখন বললো: তুমি আযাব থেকে বেঁচে গেছো। **(রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ৩/১৫৬)**

কাফনে লিখার নিয়ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই কোন মুসলমানের মৃত্যু হয়, তখন بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ অবশ্যই লিখে দিন। আপনার সামান্যতম মনোযোগ বেচারার ক্ষমা লাভের মাধ্যম হয়ে যেতে পারে আর ঐ ব্যক্তির সাথে সহানুভূতির কারণে আপনারও মুক্তির উপায় হতে পারে। হযরত আল্লামা শামী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: এমনও করা যেতে পারে, মৃত ব্যক্তির কপালে بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ লিখে দিন আর বুকের উপর لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লিখে দিন। কিন্তু তা

www.dawateislami.net

গোসলের পর ও কাফন পরিধান করানোর পূর্বে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা লিখুন, কালি দ্বারা লিখবেন না। (রদ্দুল মুখতার ৩/১৫৭) শাজারা অথবা আহাদ নামা কবরে রাখা জায়িয আর উত্তম হচ্ছে, মৃত ব্যক্তির সামনে কিবলার দিকে মাটিতে তাক বানিয়ে তাতে রেখে দেয়া বরং "**দুররে মুখতার**" এ কাফনে আহাদ নামা লিখা জায়িয বলেছেন এবং তিনি আরও বলেন: এর মাধ্যমে ক্ষমার আশা করা যায়। (বাহারে শরীয়াত, ৪/১০৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

بِسْمِ اللّٰه শরীফ এর ফযীলত

সাহাবী ইবনে সাহাবী, জান্নাতী ইবনে জান্নাতী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান ইবনে আফফান رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ **আল্লাহর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (এর ফযীলত) এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন **আল্লাহর মাহবুব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এটা **আল্লাহ পাকের** নাম সমূহের মধ্যে একটি নাম ও **আল্লাহ পাকের ইস্‌মে আযম** এবং এর মধ্যে এমন নিকটবর্তী সম্পর্ক যেমন চোখের কালো অংশ (চোখের মনি) ও সাদা অংশের মধ্যকার সম্পর্ক। (আল মুস্তাদরাক লিল হাকীম, ১১/৭৩৮, হাদীস ২০৭১)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! "ইস্‌মে আযম" এর অসংখ্য বরকত রয়েছে, ইস্‌মে আযম সহকারে যে দোয়া করা হয় তা কবূল হয়ে যায়। আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর আব্বাজান হযরত মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: "কতিপয় ওলামা بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ কে ইস্‌মে আযম বলেছেন। শাহানশাহে বাগদাদ, হুযুরে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ থেকে বর্ণিত: بِسۡمِ اللّٰه আ'রিফের মুখে (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** পরিচয় লাভকারীর) এমন, যেন সৃষ্টিকর্তার কালামে "كُنۡ" (অর্থাৎ হয়ে যাও) এর মতোই। (আহ্‌সানুল বিআ, ৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

অসম্পূর্ণ কাজ

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم এর মাধ্যমে শুরু করা হয় না, তা অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। (আদ্ দুররুল মানসূর, ১/২৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের নেক ও জায়িয কাজে বরকতের জন্য আমাদের প্রথমেই بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم অবশ্যই পাঠ করে নেয়া উচিৎ। খাওয়ার সময়, খাওয়ানোর সময়, পান করার সময়, পান করানোর সময়, রাখার সময়,

www.dawateislami.net

উঠানোর সময়, ধৌত করার সময়, রান্না করার সময়, পড়ার সময়, পড়ানোর সময়, হাঁটার সময়, (গাড়ী ইত্যাদি) চালানোর সময়, উঠার সময়, উঠানোর সময়, বসার সময়, বসানোর সময়, বাতি জ্বালানোর সময়, পাখা চালানোর সময়, দস্তরখানা বিছানোর সময়, উঠিয়ে নেয়ার সময়, বিছানা বিছানোর সময়, উঠিয়ে নেয়ার সময়, দোকান খোলার সময়, বন্ধ করার সময়, তালা বন্ধ করার সময়, খোলার সময়, তেল দেয়ার সময়, আতর লাগানোর সময়, বয়ান করার সময়, নাত শরীফ শুনানোর সময়, জুতা পরিধানের সময়, পাগড়ী পরিধানের সময়, দরজা বন্ধ করার সময়, দরজা খোলার সময়, মোটকথা প্রত্যেক জায়িয কাজের শুরুতে (যদি শরীয়াতের কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকে) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করার অভ্যাস গড়ে এর বরকত অর্জন করা মহান সৌভাগ্যের ব্যাপার।

তু আবাদি হে তু আযালি হে তেরা নাম আলিম ও আলা হে
যাত তেরি সব সে বর তর হে ইয়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

بِسْمِ اللّٰه দ্বারা কোরআনে করীম শুরু করার কারণ

হযরত আল্লামা আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কোরআনে করীমের শুরু "بِسْمِ اللّٰه" দ্বারা এই জন্যই করা হয়েছে, যাতে **আল্লাহ পাকে**র বান্দারা এর অনুসারী হয়ে প্রত্যেক ভাল কাজের শুরু "بِسْمِ اللّٰه" দ্বারা করে। (সাভী, ফাতিহা, ১/১৫) আর হাদীসে পাকেও (ভাল ও) গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরু "بِسْمِ اللّٰه" দ্বারা করার উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰه দ্বারা কাজ শুরু করার কারণ

আরবের কাফেররা নিজেদের সকল কাজ তাদের মিথ্যা খোদাদের নামে শুরু করতো, এজন্য আবশ্যক ছিলো যে, মুসলমানরা তাদের প্রতিটি কাজ **আল্লাহ পাকে**র নামে শুরু করার, যাতে কাফেরদের বিরোধীতা প্রকাশ পায় এবং এ থেকে এটাও জানা গেলো, মুসলমানের প্রতিটি কাজ অমুসলিমের বিপরীত হওয়া উচিৎ, তাদেরে প্রতি ভালবাসা ও সাদৃশ্য করা খুবই মন্দ বিষয়। (তাফসীরে নঈমী, ১/২৯)

ছোড় দেয় সারে গলত রাসম ও রাওয়াজ
সুন্নাতোঁ পর চলনে কা কর এহেদ আজ
খুব কর যিকিরে খোদা ও মুস্তফা দিল মদীনা ইয়াদ সে উন কি বানা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

"اَعُوْذُ بِاللّٰه" কে "بِسْمِ اللّٰه" এর পুর্বে কেন পড়া হয়?

মুফাসসীরে কোরআন হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "اَعُوْذُ بِاللّٰهِ" এর মধ্যে মন্দ আকীদা ও মন্দ আমল থেকে বেঁচে থাকা বিদ্যমান রয়েছে আর "بِسْمِ اللّٰه" (এর মধ্যে) উত্তম আক্বীদা ও উত্তম আমল ইত্যাদি প্রতিপালকের নিকট চাওয়া বিদ্যমান রয়েছে, তাই যেনো তা (অর্থাৎ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ) বেঁচে থাকার জন্য ছিলো আর এটি (অর্থাৎ بِسْمِ اللّٰه) হলো প্রতিকার এবং বেঁচে থাকা প্রতিকারের চেয়ে অগ্রগামি (অর্থাৎ প্রথমেই হয়ে থাকে)। প্রথমে রোগকে দূর করো অতঃপর শক্তি বর্ধক উপাদান ব্যবহার করো, অতএব اَعُوْذُ بِاللّٰهِ প্রথমে পড়ো আর بِسْمِ اللّٰه পরে। (তাফসীরে নঈমী, ১/২৯)

মুখ পুড়ে যাওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গীবত ও গুনাহে ভরা কথাবার্তা সম্পর্ক ছিন্ন করে দিন আর **আল্লাহ পাকের** স্মরণ, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাত সম্পর্ক জোড়া লাগিয়ে নিন, অতএব দরূদ ও সালামের জন্য জিহ্বাকে ব্যবহার করুন আর অধিকহারে কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করুন আর সাওয়াবের ভান্ডার অর্জন করুন। **"রূহুল বয়ান"** এ একটি হাদীসে কুদসী: যে ব্যক্তি একবার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ কে

www.dawateislami.net

সূরা ফাতিহা শরীফের সাথে মিলিয়ে (অর্থাৎ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ সূরার শেষ পর্যন্ত) পাঠ করবে তবে তোমরা সাক্ষী হয়ে যাও যে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম, তার সকল নেকী কবুল করবো এবং তার গুনাহ ক্ষমা করে দিবো আর তার মুখকে কখনোই জ্বালাবো না এবং তাকে কবরের আযাব, দোযখের আযাব, কিয়ামতের আযাব ও বড় ভীতি থেকে মুক্তি দিবে। (তাফসীরে রূহুল বয়ান, ১/৯) মিলানোর আরো স্পষ্ট নিয়ম অবলোকন করে নিন: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْ ـ مِلْ ـ حَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ... সূরা শেষ করে নিন।

রিহাই মুঝ কো মিলে কাশ! নফস ও শয়তাঁ সে,
তেরে হাবীব কা দেয়তা হোঁ ওয়াসেতা ইয়া রব!
গুনাহ বে আদদ অউর জুরম ভি হে লা তাদাদ,
কর আফউ সেহ না সাকোঙ্গা কোয়ি সাযা ইয়া রব!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد
تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله
صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তিন হাজার নাম

বর্ণিত আছে, **আল্লাহ পাকের** তিন হাজার নাম রয়েছে, এক হাজার নাম ফিরিশতারা ব্যতীত আর কেউ জানে না আর এক হাজার নাম আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام ব্যতীত আর

www.dawateislami.net

কারো জানা নেই আর তিনশটি তাওরাতে রয়েছে, তিনশটি ইঞ্জিলে রয়েছে, তিনশটি যাবুরে রয়েছে এবং নিরানব্বইটি নাম কোরআনে করীমে রয়েছে আর একটি নাম রয়েছে যা একমাত্র **আল্লাহ পাকই** জানেন। কিন্তু بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ এর মধ্যে **আল্লাহ পাকের** যে তিনটি নাম এসেছে (**আল্লাহ,** রহমান ও রহিম) এই তিনটির মধ্যে ঐ তিন হাজারের অর্থ পাওয়া যায়, অতএব যে ব্যক্তি এই তিনটি নাম দ্বারা **আল্লাহ পাককে** স্মরণ করলো যেনো সে সকল নাম দ্বারাই স্মরণ করলো। (তাফসীরে নঈমী, ১/৩১)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

"بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ" এর ১৩টি মাদানী ফুল

১. হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন আলী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ **শামসুল মাআরিফ** (উর্দূ) এর ৩৭ পৃষ্ঠায় লিখেন: যে ব্যক্তি লাগাতার সাতদিন পর্যন্ত প্রতিদিন بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ৭৮৬ বার (শুরু ও শেষে ১বার দরূদ শরীফ) পাঠ করবে اِنْ شَآءَ اللّٰہ তার প্রত্যেক উদ্দেশ্য পূরণ হবে। এখন সেই উদ্দেশ্য কোন মঙ্গল লাভের জন্য হোক বা কোন অমঙ্গল দূর হওয়ার জন্য কিংবা ব্যবসা ঠিকভাবে চলার জন্য হোক। (শামসুল মা'আরিফ (অনুদিত), ৩৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

২. যে ব্যক্তি কোন অত্যাচারির সম্মুখে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ৫০ বার (পূর্বে ও পরে ১বার দরূদ শরীফ) পাঠ করবে, ঐ অত্যাচারির অন্তরে পাঠকারীর প্রভাব সৃষ্টি হবে এবং অত্যাচারির অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে। (প্রাগুক্ত, ৩৭ পৃষ্ঠা)

৩. যে ব্যক্তি প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সময় সূর্যের দিকে মুখ করে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ৩০০ বার এবং দরূদ শরীফ ৩০০ বার পাঠ করবে, **আল্লাহ পাক** তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দান করবেন, যা তার কল্পনায়ও থাকবে না এবং (প্রতিদিন পাঠ করাতে) اِنْ شَآءَ الله এক বৎসরের মধ্যে ধনী ও সম্পদশালী হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত, ৩৭ পৃষ্ঠা)

৪. দূর্বল স্মরণশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি যদি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ৭৮৬বার (শুরু ও শেষে ১বার দরূদ শরীফ) পাঠ করে পানিতে ফুক দিয়ে পানি পান করে নেয়, তবে اِنْ شَآءَ الله তার স্মরণশক্তি মজবুত হয়ে যাবে এবং যাই শুনবে তা স্মরণে থাকবে। (প্রাগুক্ত, ৩৭ পৃষ্ঠা)

৫. যদি অনাবৃষ্টি হয়, তবে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ৬১ বার (শুরু ও শেষে ১বার দরূদ শরীফ) পাঠ করুন (অতঃপর দোয়া করুন) اِنْ شَآءَ الله বৃষ্টি হবে। (প্রাগুক্ত, ৩৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

৬-৭. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ কাগজে ৩৫ বার (শুরুতে ও শেষে ১বার দরূদ শরীফ) লিখে ঘরে ঝুলিয়ে দিন اِنْ شَآءَ الله শয়তান প্রবেশ করতে পারবে না এবং অধিক বরকত হবে। যদি দোকানে ঝুলিয়ে দেন তবে اِنْ شَآءَ الله ব্যবসায় খুবই উন্নতি হবে। (প্রাগুক্ত , ৩৮ পৃষ্ঠা)

৮. মুহার্‌রামুল হারামের ১ম তারিখে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ১৩০বার লিখে (বা লিখিয়ে) যে কেউ নিজের কাছে রাখবে (অথবা প্লাষ্টিকে মুড়িয়ে, মোটা প্লাষ্টিক বা চামড়া দিয়ে সেলাই করে পরিধান করে নিবে) اِنْ شَآءَ الله সারাজীবন ঐ ব্যক্তির বা তার ঘরে কারো কোন প্রকারের ক্ষতি সাধিত হবে না। (প্রাগুক্ত, ৩৮ পৃষ্ঠা)

মাসআলা: স্বর্ণ বা রূপা অথবা যেকোন প্রকার ধাতু কৌটায় তাবীয পরিধান করা পুরুষের জন্য নাজায়িয ও গুনাহ। অনুরূপভাবে স্বর্ণ, রূপা এবং স্টীল ইত্যাদি যেকোন ধাতুর পাত বা কড়া যাতে কিছু লিখা থাক বা না থাক যদিওবা **আল্লাহ পাকের** মুবারক নাম বা কলেমা তৈয়্যবা ইত্যাদি খুঁদাই করা থাকুক না কেন, তবে তা পরিধান করা পুরুষের জন্য নাজায়িয। মহিলারা স্বর্ণ রূপার কৌটায় তাবীয পরিধান করতে পারবে।

www.dawateislami.net

৯. যে মহিলার সন্তান বাঁচে না, তিনি بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ৬১বার লিখে (বা লিখিয়ে) নিজের কাছে রাখুন (চাইলে মোম জমিয়ে বা প্লাষ্টিকে মুড়িয়ে কাপড়, রেক্সিন বা চামড়া দিয়ে সেলাই করে গলায় কিংবা হাতে বেধে নিন) اِنْ شَآءَ الله সন্তান জীবিত থাকবে। (প্রাগুক্ত, ৩৮ পৃষ্ঠা)

১০. ঘরের দরজা বন্ধ করার সময় بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করে নিন। اِنْ شَآءَ الله শয়তান ও দুষ্ট জিন ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী, ৩/৫৯১,হাদীস ৫৬২৩)

১১. রাতে পানাহারের পাত্র بِسْمِ الله শরীফ পাঠ করে ঢেকে দিন, যদি পাত্র ঢাকার জন্য কোন কিছু নাও থাকে তবে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলে পাত্রের মুখে কাটি ইত্যাদি রেখে দিন। (প্রাগুক্ত)

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে: বছরে একটি রাত এমনও আসে, সেই রাতে মহামারী (অর্থাৎ রোগ বালাই) অবতীর্ণ হয়, যেসকল পাত্র ঢাকা থাকে না বা পানির মশকের মুখ বন্ধ থাকে না, যদি সেদিক দিয়ে সেই মহামারি অতিক্রম করে তবে তাতে নেমে যায়। (মুসলিম শরীফ, ১১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ২০১৪)

www.dawateislami.net

১২. বিছানায় শোয়ার পূর্বে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করে ৩বার বিছানা ঝেড়ে নিন। اِنْ شَآءَ الله কষ্টদায়ক বস্তু হতে নিরাপত্তা লাভ হবে।

১৩. ব্যবসা বাণিজ্যে বৈধ লেন-দেনের সময় অর্থাৎ যখন কারো কাছ থেকে নিবেন তখন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করুন এবং যখন কাউকে দিবেন তখনও بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করুন। اِنْ شَآءَ الله খুবই বরকত হবে।

হে **মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর প্রতিপালক!** আমাদেরকে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এর বরকত দ্বারা সমৃদ্ধ করো আর প্রত্যেক নেক ও জায়িয কাজের শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করার তৌফিক দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

জু হে গাফিল তেরে যিকির সে যুল জালাল
উস কি গাফলত হে উস পর ওয়াবাল ও নিকাল
কা'রে গাফলত সে হাম কো খোদায়া নিকাল
হাম হোঁ যাকির তেরে অউর মযকুর তু
اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

www.dawateislami.net

খাবারের হিসাব হবে না

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি খাবারের প্রতিটি গ্রাসে بِسْمِ اللّٰہ শরীফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার কাছ থেকে সেই খাবারের হিসাব নেয়া হবে না।

(বুস্তানুল আরেফিন লিল সমরকন্দ, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

"بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" এর ৮টি ওযীফা

(১) ঘরের নিরাপত্তার জন্য

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: "যে ব্যক্তি তার ঘরের বাইরের দরজায় (MAIN GATE) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখে নিলো, সে (দুনিয়ায়) ধ্বংস হতে নির্ভয় হয়ে গেলো, যদিও সে কাফির হোক না কেন, তবে ঐ মুসলমানের কি অবস্থা হবে, যে সারাজীবন নিজের হৃদয়ের আয়নায় এটা লিখে রাখে।"

(তাফসীরে কবীর, ১/১৫২)

(২) মাথাব্যথার চিকিৎসা

জান্নাতী সাহাবী মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ কে রোমের কায়সার চিঠি লিখলো যে, আমি দীর্ঘ দিন ধরে

www.dawateislami.net

মাথাব্যথায় ভুগছি, যদি আপনার কাছে এর কোন ঔষুধ (Medicine) থাকে তবে পাঠিয়ে দিন! হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাকে একটি টুপি পাঠিয়ে দিলেন, রোমের কায়সার ঐ টুপি পরিধান করলেই তার মাথাব্যথা দূর হয়ে যেতো আর যখন মাথা থেকে টুপি নামিয়ে রাখতো তখন মাথাব্যথা পূনরায় শুরু হয়ে যেতো। সে খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলো। অবশেষে সে ঐ টুপিটি খুলে দেখলো, তখন তা থেকে একটি কাগজ বেরিয়ে আসলো যাতে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ লিখা ছিলো।

(আসরারুল ফাতিহা, ১৬৩ পৃষ্ঠা। তাফসীরে কবীর, ১/১৫৫)

দরদে দিল কর মুঝে আতা ইয়া রব!
দেয় মেরে দরদ কি দাওয়া ইয়া রব!

(৩) নাকে রক্তক্ষরণের চিকিৎসা

যদি কারো নাকে রক্তক্ষরণ হয় তবে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা কপালে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ লিখা শুরু করে নাকের শেষ প্রান্তে শেষ করুন, اِنۡ شَآءَ اللّٰہ রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যাবে।

(৪) জিন থেকে মালামাল রক্ষার পদ্ধতি

হযরত সাফওয়ান বিন সুলাইম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: মানুষের জিনিসপত্র ও পোশাক জিনেরা ব্যবহার করে।

www.dawateislami.net

অতএব তোমাদের মধ্যে যখন কেউ কাপড় (পরিধানের জন্য) নিবে বা (খুলে) রাখবে তখন بِسْمِ اللّٰه শরীফ পাঠ করে নিবে। তাদের জন্য **আল্লাহ পাকের** নাম হলো মোহর স্বরূপ। (অর্থাৎ بِسْمِ اللّٰه পড়ার কারণে জিনেরা ঐ কাপড়গুলো ব্যবহার করবে না।) **(কিতাবুল আযমিয়া, ৪২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ১১২৩)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এভাবেই প্রত্যেক কিছু রাখার সময়, উঠানোর সময় بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করার অভ্যাস গড়া উচিত। اِنْ شَآءَ اللّٰه দুষ্ট জিনদের হাত থেকে নিরাপত্তা অর্জিত হবে।

(৫) শত্রুতা শেষ করার ওযীফা

যদি পানিতে ৭৮৬ বার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করে শত্রুকে পান করানো হয়, তবে اِنْ شَآءَ اللّٰه সে বিরোধীতা করা ছেড়ে দিবে এবং ভালবাসতে শুরু করবে আর যদি বন্ধুকে পান করানো হয় তবে ভালবাসা আরো বৃদ্ধি পাবে।

(জান্নাতী যেওর, ৫৭৮ পৃষ্ঠা)

(৬) রোগ থেকে আরোগ্যের ওযীফা

যেই ব্যথা বা অসুস্থতায় তিনদিন পর্যন্ত ১০০ বার করে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ একনিষ্টভাবে (অর্থাৎ প্রবল

www.dawateislami.net

মনোযোগ সহকারে) পাঠ করে ফুঁক দেয়া হয়, اِنْ شَآءَ الله সে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ হবে। (জান্নাতী যেওর, ৫৭৯ পৃষ্ঠা)

(৭) চোর ও আকস্মিক মৃত্যু থেকে নিরাপত্তা

যদি রাতে ঘুমানোর সময় ২১বার بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করে নেয় তবে اِنْ شَآءَ الله মালামাল চুরি হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে এবং আকস্মিক মৃত্যু থেকেও নিরাপত্তা নসীব হবে। (জান্নাতী যেওর, ৫৭৯ পৃষ্ঠা)

(৮) বিপদাপদ দূর হওয়ার সহজ ওযীফা

মাওলা মুশকিল কোশা, জান্নাতী সাহাবী হযরত আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে আলী! আমি কি তোমাকে এমন বাক্য বলবো না, যা তুমি বিপদের সময় পড়বে। আরয করলেন: "অবশ্যই ইরশাদ করুন! আপনার প্রতি আমার প্রাণ উৎসর্গ! সর্ব প্রকারের মঙ্গল আমি আপনার কাছে থেকেই শিখেছি। ইরশাদ করলেন: যখন তুমি কোন বিপদের সম্মুখীন হও, তখন এভাবে পাঠ করো: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللهِالْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ অতএব **আল্লাহ পাক** এর বরকতে যে সমস্ত বিপদাপদকে ইচ্ছা করবেন, দূর করে দিবেন। (আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলাতি লি ইবনি সুন্নী, ১২০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই অসুস্থতা, ঋণগ্রস্ততা, মামলা মুকাদ্দমা, শত্রুর পক্ষ থেকে কষ্ট প্রদান, বেকারত্ব বা যেকোন ধরনের বিপদ হঠাৎ এসে যায়। কোন বস্তু হারিয়ে যায়, কারো কথা শুনে বিষন্ন লাগলে, কেউ মারলে, মনে কষ্ট পেলে, হোঁচট লাগলে, গাড়ি নষ্ট হয়ে গেলে, ট্রাফিক জ্যাম হলে, ব্যবসায় ক্ষতি হলে, চুরি হয়ে গেলে, মোটকথা ছোট বা বড় যেকোন ধরনের পেরেশানীতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ পড়ার অভ্যাস গড়ে নিন। নিয়্যত বিশুদ্ধ হলে তবে উদ্দেশ্য اِنْ شَآءَ الله সফল হবে।

আফউ ফরমা খতায়ে মেরি এ্যয় আফউ
শউক ও তৌফিক নেকী কা দেয় মুঝ কো তু
জারি দিল কর কেহ হারদম রাহে যিকির হো
আদতে বদ বদল অউর কর নেক জু

اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইস্তিগফার করার ৫টি ফযীলত

(১) অন্তরের মরিচার পরিচ্ছন্নতা

জান্নাতী সাহাবী, খাদেমুন নবী, হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ

www.dawateislami.net

করেন: নিশ্চয় লোহার ন্যায় অন্তরেও মরিচা লেগে যায় এবং এর পরিছন্নতা হলো ইস্তিগফার করা।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/৩৪৬, হাদীস ১৭৫৭৫)

(২) দুচিন্তা ও অভাব থেকে মুক্তি

সাহাবী ইবনে সাহাবী, জান্নাতী ইবনে জান্নাতী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি ইস্তিগফার করাকে নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছে, **আল্লাহ পাক** তার প্রতিটি পেরেশানি দূর করে দিবেন এবং প্রত্যেক অভাব থেকে প্রশান্তি দান করবেন আর তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক প্রদান করবেন যা তার কল্পনায়ও আসবে না। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪/২৫৭, হাদীস ৩৮১৯)

(৩) আনন্দদায়ক আমলনামা

জান্নাতী সাহাবী, হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এই বিষয়টি পছন্দ করে যে, তার আমলনামা তাকে খুশি করুক তবে তার উচিৎ, তাতে ইস্তিগফার বৃদ্ধি করা। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/৩৪৭, হাদীস ১৭৫৭৯)

www.dawateislami.net

(৪) সুসংবাদ!

জান্নাতী সাহাবী, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: আমি **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য, যে নিজের আমলনামায় ইস্তিগফার অধিকহারে পাবে।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪/২৫৭, হাদীন ৩৮১৮)

(৫) সায়্যিদুল ইস্তিগফারের ফযীলত

জান্নাতী সাহাবী, হযরত শাদ্দাদ বিন আউস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এটা হলো সায়্যিদুল ইস্তিগফার:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِیْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰی عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ
مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَیَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِیْ
فَاغْفِرْلِیْ فَاِنَّهٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

অনুবাদ: হে **আল্লাহ**! তুমি আমার **রব**! তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো। আমি তোমার বান্দা এবং সাধ্যমত তোমার ওয়াদা ও অঙ্গিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি। আমি আমার কৃত কর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করছি। আমার উপর তোমার যেসব নেয়ামত রয়েছে সেগুলো স্বীকার করছি এবং নিজ গুনাহগুলো স্বীকার করছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও, কেননা তুমি ছাড়া অন্য কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না।

www.dawateislami.net

যে ব্যক্তি এটি দিনের বেলায় একান্ত বিশ্বাস ও আস্থা সহকারে পাঠ করে, অতঃপর সেই দিন সন্ধ্যার পূর্বে তার যদি ইন্তিকাল হয়ে যায়, তবে সে জান্নাতী আর যে ব্যক্তি এটাকে রাতের বেলা একান্ত বিশ্বাস ও আস্থা সহকারে পাঠ করে, অতঃপর সকাল হওয়ার পূর্বে তার যদি ইন্তিকাল হয়ে যায়, তবে সে জান্নাতী।" (সহীহ বুখারী, ৪/১৯০, হাদীস ৬৩০৬)

بِسْمِ اللّٰه সম্পর্কে কয়েকটি শরয়ী মাসআলা

ওলামায়ে কিরামগণ "بِسْمِ اللّٰه" সম্পর্কে অসংখ্য শরয়ী মাসআলা বর্ণনা করেছেন, তা থেকে কয়েকটি নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১. যেই "بِسْمِ اللّٰه" প্রত্যেক সূরার পূর্বে লিখা রয়েছে, তা পরিপূর্ণ একটি আয়াত এবং যা সূরা নমলের ৩০নং আয়াতে রয়েছে তা সেই আয়াতের একটি অংশ।

২. "بِسْمِ اللّٰه" প্রত্যেক সূরার শুরুর আয়াত নয় বরং সম্পূর্ণ কোরআনের একটি আয়াত, যা প্রত্যেক সূরার শুরুতে লিখে দেয়া হয়েছে, যাতে পরবর্তি সূরার মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়, তাই সূরার উপর উল্লেখযোগ্য ভাবে "بِسْمِ اللّٰه" লিখা হয়, আয়াতের মতো করে মিলিয়ে লিখা হয়না এবং ইমাম জেহেরী নামাযে (অর্থাৎ যেসকল নামাযের ইমাম

www.dawateislami.net

উচ্চস্বরে কিরাত পাঠ করে) "بِسْمِ اللّٰه" উচ্চস্বরে পড়ে না, তাছাড়া হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام প্রথম যেই অহী নিয়ে এসেছিলেন তাতে "بِسْمِ اللّٰه" ছিলো না।

৩. তারাবিহ পড়ানো ইমামদের উচিৎ, তারা যেনো যেকোন একটি সূরার পূর্বে "بِسْمِ اللّٰه" উচ্চস্বরে পাঠ করে, যাতে একটি আয়াত যেনো রয়ে না যায়।

৪. তিলাওয়াত শুরু করার পূর্বে "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" পাঠ করা সুন্নাত, কিন্তু যদি ছাত্ররা শিক্ষক থেকে কোরআনে মজীদ পাঠ করে তবে তার জন্য সুন্নাত নয়।

(সীরাতুল জিনান, ১/৪২)

"بِسْمِ اللّٰه করুন" বলা নিষেধ

অনেকে এভাবে বলে থাকে, "بِسْمِ اللّٰه করুন!" "আসুন জনাব بِسْمِ اللّٰه! আমি بِسْمِ اللّٰه করে নিয়েছি", ব্যবসায়ী ভাইয়েরা দিনের শুরুতে যে মাল বিক্রি করে তাকে সাধারনত 'বওনি' বলা হয়, কিন্তু অনেকে এটাকেও بِسْمِ اللّٰه বলে থাকে। যেমন; "আমার তো আজ এখনো পর্যন্ত بِسْمِ اللّٰه ই হয়নি!" যে বাক্য গুলো উদাহরণ স্বরূপ উপস্থাপন করা হলো এসবই ভূল পদ্ধতি। অনুরূপভাবে খাওয়ার সময় কেউ এলে তখন প্রায় খাবারে রত ব্যক্তিরা তাকে বলে, আসুন আপনিও খেয়ে

www.dawateislami.net

নিন। সাধারণত উত্তর আসে, بِسْمِ اللّٰه অথবা এভাবে বলে, بِسْمِ اللّٰه করুন!" **বাহারে শরীয়াত** এর ১৬তম খন্ডের ৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: এ অবস্থায় এভাবে بِسْمِ اللّٰه বলাকে ওলামাগণ কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তবে এভাবে বলা যায়; بِسْمِ اللّٰه পড়ে খেয়ে নিন। বরং এমন পরিস্থিতিতে দোয়া সূচক বাক্য বলা উত্তম, যেমন; بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আমাকে ও আপনাকে বরকত দান করুক। অথবা নিজ মাতৃভাষায় বলে দিন: **আল্লাহ পাক** বরকত দান করুক।

بِسْمِ اللّٰه বলা কখন সুন্নাত

হে আশিকানে রাসূল! প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যেমন পানাহার করা ইত্যাদির শুরুতে "بِسْمِ اللّٰه" পাঠ করা সুন্নাত এবং নামাযে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরার মাঝখানে এবং উঠতে বসতে "بِسْمِ اللّٰه" পাঠ করা জায়িয ও প্রশংসনীয় কাজ। আর নামাযের বাইরে সূরার মধ্যখান থেকে তিলাওয়াত করা হলে, শুরু করার সময় "بِسْمِ اللّٰه" পাঠ করা মুস্তাহাব আর সূরা তাওবার মাঝখান থেকে পড়ার সময়ও একই বিধান।

(ফতোওয়ায়ে ফয়যে রাসূল, ২/৫০৬)

www.dawateislami.net

بِسْمِ اللّٰه বলা কখন কুফরী

হারাম ও নাজায়িয কাজের পূর্বে بِسْمِ اللّٰه শরীফ কোন অবস্থাতেই পড়া উচিত নয়, কেননা **"ফতোওয়ায়ে আলমগিরী"**তে রয়েছে: মদ পান করার সময়, যেনা করার সময় বা জুয়া খেলার সময় بِسْمِ اللّٰه বলা কুফরী।

(ফতোওয়ায়ে আলমগীরী, ২/২৭৩)

কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়ার সময় بِسْمِ اللّٰه পড়বেন না

ফতোওয়ায়ে ফয়যে রাসূল ২য় খন্ডের ৫০৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হুক্কা, বিড়ি, সিগারেট পান করার সময় এবং (কাঁচা) রসুন, পেঁয়াজের ন্যায় জিনিষ খাওয়ার সময় আর নাপাকির স্থানে بِسْمِ اللّٰه পাঠ করা মাকরূহ।

আহকামে শরঈ পর মুঝে দেয় দেয় আমল কা শউক,
পেয়কর খুলুস কা বানা ইয়া রব্বে মুস্তফা!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! নিজের দুনিয়া ও আখিরাতকে সজ্জিত করা এবং **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্দর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাত শিখার জন্য মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর

www.dawateislami.net

করুন এবং সত্যিকার অর্থে আশিকে রাসূল ও নেককার মুসলমান হওয়ার জন্য "**নেক আমল**" পুস্তিকাটি পূরণ করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নেককার মুসলমান হওয়ার জন্য নেকী করা এবং গুনাহ থেকে বাঁচার কতিপয় কাজ সম্বলিত এই পুস্তিকাটি প্রদান করেছেন আর এর ৪৬ নং প্রশ্নে "প্রত্যেক জায়িয কাজ" এর পূর্বে "بِسْمِ الله" শরীফ পাঠ করার উৎসাহ দেয়া হয়েছে। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে সুন্নাতের উপর আমল করা, অপরকে সুন্নাত শিখানো এবং এর নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করার তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

করোঁ বে লাওস খেদমত সুন্নাতোঁ কি,
শাহা গর লুতফ মুঝ পর আপ কা হো।
মে মাদানী কাফেলোঁ হি কা মুসাফির,
রাহোঁ আকসর করম এ্যয়সা শাহা হো।

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের একটি গুরুত্বপূণ ফতোয়া

ওলামায়ে দ্বীন ও শরয়ী মুফতীগণ এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন: আজকাল ঘরে এটাচ বাথরুম হয়ে থাকে এবং এতে লোকেরা অযুও করে, এখন প্রশ্ন হলো যে, অযুর

www.dawateislami.net

পূর্বে এরূপ এটাচ বাথরুমে بِسۡمِ اللّٰه শরীফ তাছাড়া অযুর সময়কার দোয়া ও ওযীফা সমুহ পাঠ করতে পারবে কি না?

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡجَوَابُ بِعَوۡنِ الۡمَلِکِ الۡوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَایَةَ الۡحَقِّ وَالصَّوَابِ

সাধারণত এরূপ বাথরুম ও টয়লেটের মাঝে কোন দেয়াল বা বড় দরজা ইত্যাদি এই উদ্দেশ্যে লাগানো থাকে না, যাতে এর কারণে উভয় স্থানকে আলাদা আলাদা গণ্য করা যেতে পারে, অতএব এরূপ এটাচ বাথরুমে অযু করার পূর্বে بِسۡمِ اللّٰه শরীফ বা অযুর সময়কার দোয়া ও ওযীফা সমূহ পাঠ করা যাবে না এবং যদি এটাচ বাথরুম এমনভাবে বানানো হয় যে, টয়লেট ও বাথরুমের মাঝখানে কোন দেয়াল, দরজা অথবা লোহা বা কাঠের আড়াল অথবা শীট লাগিয়ে দেয়া হয়েছে, যার কারণে টয়লেট ও বাথরুমকে আলাদা আলাদা গন্য করা যায় তবে এবার বাথরুমের অযু করার সময় যিকির ও ওযীফা এবং দোয়া পাঠ করতে পারবে, কেননা এখন আর নাপাকির স্থান নেই।

وَاللّٰهُ وَرَسُوۡلُهٗ اَعۡلَمُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

বদনযর দূর করার পদ্ধতি

بِسْمِ الله শরীফ সাতবার, একবার আয়াতুল কুরসী, ৩বার সূরা ফালাক, ৩বার সূরা নাস, (ফালাক ও নাস পাঠ করার আগে সম্পূর্ণ "بِسْمِ الله" পাঠ করতে হবে) শুরু ও শেষে একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে ৩টি শুকনো মরিচের উপর ফুক দিবে। তারপর ঐ মরিচগুলোকে রোগীর মাথার চার পাশে ২১বার ঘুরিয়ে চুলোতে দিন। اِنْ شَآءَ الله বদনযরের প্রভাব দূরীভূত হয়ে যাবে।

(অসুস্থ আবিদ, ৫১ পৃষ্ঠা)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা
হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
কাকরাইলে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৫০৩৫৮৯
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net